সমকাল

তারিখ 02 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বছরের পর বছর ঢাকায় ৫২২ শিক্ষকের কোচিং বাণিজ্য

২৪ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুদকের অনুসন্ধান

■ হকিকত জাহান হকি

ঢাকা মহানগরে ২৪টি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫২২ জন শিক্ষক ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর পর্যন্ত কর্মরত। তাদের বদলি না হওয়ার কারণ তারা কোচিং বাণিজ্য নিয়ে খুঁটি গেড়ে বসেছেন এবং তদবির, প্রভাব খাটানো ও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে বদলি ঠেকিয়ে রাখতে পারেন। সরকারি নীতিমালা অগ্রাহ্য করে দীর্ঘদিন একই স্কুলে থাকার ফলে তারা ছাত্রছাত্রীদের কোচিং পড়তে বাধ্য করার পরিস্থিতি তৈরি করেন।

কোচিং বাণিজ্য নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। দুদক পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বিশেষ টিম মঙ্গলবার প্রতিবেদনটি অফিসে জমা দিয়েছে। এতে ওই ৫২২ শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করা হয়েছে।

দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি সমকালকে বলেন, প্রতিবেদনটি কমিশনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি করার সুযোগ কারও নেই। ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকার পরও শ্রেণিকক্ষের বদলে শিক্ষকরা কোচিং সেন্টারকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। শ্রেণিকক্ষেই শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দুদক সূত্র জানায়, ওই ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ২

বছরের পর বছর ঢাকায়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

৫২২ জন শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করে কমিশন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানো হবে। বদলি করা হয় কি-না, তা পর্যবেক্ষণ করবে দুদকের ওই বিশেষ টিম। ওই ২৪টির বাইরে ঢাকা মহানগরের আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে এ ধরনের শিক্ষককে চিহ্নিত করা হবে।

অনুসন্ধান প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, বরিশালে সাতজন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাদের সুবিধা অনুযায়ী জেলার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন। তারা জেলা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের চেয়ে ওইসব প্রতিষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকতে পছন্দ করেন।

কোচিং বাণিজ্যে লাগাতার নিয়োজিত থাকা ঢাকা মহানগরে ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫২২ শিক্ষকের মধ্যে আছেন– গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে ৩২ জন, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৬, ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাই স্কুলে ১৭, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৪, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩২, শেরেবাংলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৭, শেরেবাংলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৪, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ-সংযুক্ত হাই স্কুলে ২৫, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩১, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২১, গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৪, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯, নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩১, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ২৯, আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২১, ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুলে ৯, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮, বাংলাবাজার সরকারি গার্লস হাই স্কুলে ২২, টিকাটুলি কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩০, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৮, ধানমণ্ডি কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭, ধানমণ্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ এবং নিউ গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে সাতজন শিক্ষক।

এর মধ্যে ১০ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত নিউ গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে সাতজন, ১০-২০ বছর ধরে ধানমণ্ডি কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭, ১০-২১ বছর ধরে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে ৩২ জন, ১০-২৬ বছর ধরে ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাই স্কুলে ১৭, ১০-৩১ বছর ধরে শেরেবাংলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৭, ১০-৩৩ বছর ধরে টিকাটুলি কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩০ জন শিক্ষক রয়েছেন। এ ছাড়াও কয়েকজন শিক্ষক ২৩, ২৪, ২৬ বছর ধরে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

সাত জেলার শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে আছেন– ঢাকার তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শাহরীন খান রুপা, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মেহেরুন নেসা, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নুরুন নাহার, ধানমণ্ডি কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নাসরিন আক্তার, গাজীপুরের কালীগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে লুবনা আক্তার, চট্টগ্রাম সদরের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শাহিদা আক্তার এবং বরিশাল সদরের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মাহবুবা খানম। অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য থাকলেও ওই সাত শিক্ষক সাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন।

জানা গেছে, এর আগে দুদক ঢাকা মহানগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য নিয়ে অনুসন্ধান করেছে। এবারের অনুসন্ধানে কোচিং বাণিজ্যের জন্য খুঁটি গেড়ে বসা ৫২২ শিক্ষককে চিহ্নিত করা হলো।

দুদকের অনুসন্ধান টিমের প্রতিবেদনে চারটি সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব শিক্ষক দশ বছর বা তার বেশি সময় একই প্রতিষ্ঠানে আছেন তাদের বিভাগের বাইরে, পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে থাকা শিক্ষকদের মহানগরের বাইরে এবং তিন বছর বা তার বেশি সময় থাকা শিক্ষকদের অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বদলির সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া যেসব জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন তাদের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদে ফিরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।